বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২০ মে, ২০২৫

৪৮ বর্ষ ২০ সংখ্যা ১৯ মে, ২০২৫, সোমবার, ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

নতুন চিঠির পাশে দাঁড়ান

'নতুন চিঠি' পত্রিকার নিজস্ব আয়ে সারা বছরের খরচ সংকুলান করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। পত্রিকার তরফ থেকে তাই সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আবেদন, বিগত বছরের ন্যায় এবারও আপনাদের সাধ্যমতো অনুদান দিয়ে পত্রিকার পাশে দাঁড়ান। পত্রিকা প্রকাশের ধারাবাহিকতায় যাতে ব্যাঘাত না হয় তার জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে সহযোগিতা কামনা করি।

State Bank of India, Burdwan University Branch
Title of Account : Natun Chithi
S/B A/C No. : 10212634603 IFSC : SBIN0002033
QR কোড স্ক্যান করেও টাকা পাঠাতে পারেন।

চাকরিহারা অবস্থানরত শিক্ষকদের উপর হামলার প্রতিবাদ জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ মে : কলকাতায় বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থানরত চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উপর পুলিশি নির্যাতন ও শাসকদলের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনির আক্রমণে প্রতিবাদে সামিল হলেন সর্বস্তরের নাগরিকবৃন্দ। এদিন বর্ধমনে ধিক্কারসভা ও মিছিলের ডাক দেয় এ.বি.টি.এ. ও এ.বি.পি.টি.এ. পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি। বর্ধমান শহরের ৪টি স্থান থেকে মিছিল সহযোগ ধিক্কার সভায় সামিল হন বিভিন্ন অংশের নাগরিকেরা। বিজয়তোরণের সামনে অনুষ্ঠিত ধিক্কার সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক নেতা শশধর মিস্ত্রি, বস্তি ফেডারেশনের নেতা অরিন্দম মল্লিক, মহিলা নেত্রী সুপর্ণা ব্যানার্জী, অতনু হুই, চাকরিহারা শিক্ষক বিনোদ ঘোষ প্রমুখ। অনুরূপ চাকরিহারা শিক্ষকদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে ও শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য নীলপুর বেচারাহাট প্রাইমারি স্কুলের সামনে সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সি আই টি ইউ-র বিপ্লব মজুমদার বক্তব্য রাখেন সি. পি. আই (এম) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুদীপ্ত বাগচি ও এরিয়া সম্পাদক দীপঙ্কর দে।
সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ও যুদ্ধ উন্মাদনার মাধ্যমে বিভাজন তৈরির বিরুদ্ধে শান্তি ও সম্প্রীতির পক্ষে এবং বিকাশ ভবনে চাকরিহারা শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীদের উপর তৃণমুলের গুন্ডা বাহিনী ও পুলিশের আক্রমণের বিরুদ্ধে গলসী বাজারে সাধারণ মানুষের একটি মিছিল এবং সংক্ষিপ্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সি. আই. টি. ইউ. নেতা মুস্তাক হোসেন,কৃষক নেতা অমিতাভ মন্ডল ও যুবনেতা মনসিজ হোসেন। সভাপতিত্ব করেন গন আন্দোলনের নেতা সাইফুল হক।
বিক্ষোভরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপর বর্বরোচিত নিগ্রহের প্রতিবাদে বৈদ্যপুরে মিছিল ও বিক্ষোভসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র যুব মহিলা শিক্ষক প্রভৃতি কালনা ২ ব্লক সংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগে মিছিল শুরু হয় শিরিষতলা থেকে। মিছিলটি বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমার পর বৈদ্যপুর গ্যারেজে শেষ হয়। এখানে তারাচাঁদ সরেনের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন--উদয় গোস্বামী, পিযুষ চ্যাটার্জী, গৌতম হালদার, অক্ষয় ক্ষেত্রপাল শিক্ষক নেতা সাবির আলি, বিষ্ণু পাত্র প্রমুখ।

যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ মে, গলসী: ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন গলসী ২ আঞ্চলিক কমিটির গোহগ্রাম ইউনিটের উদ্যোগে শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির সহযোগিতায় শিকারপুর গ্রামে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির কর্মসূচি পালন করা হয়। ড: গীষ্পতি চক্রবর্তী ও ড: স্বপন বনিকের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরটি পরিচালিত হয়। এদিনের শিবিরে ৮০ জন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। ডাক্তারবাবুরা চিকিৎসা করার পাশাপাশি তাঁরা প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেন 'কি করতে হবে ও কি করা উচিত নয়' এই বিষয়ে। ডাক্তার বাবুদের পরামর্শ পেয়ে তারা খুশি। প্রয়োজনীয় ঔষধও বিনামূল্যে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন যুবনেতা মাখন আঁকুড়ে, রাজীব সাম, মনসিজ হোসেন, ভজন মাঝি, সঞ্চিতা যশ সহ স্থানীয় যুব নেতৃত্ব। সংগঠনের গলসী ২ এর সম্পাদক মনসিজ হোসেন সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বিশ্ব বরণ্য কমিউনিস্ট নেতা হো-চি-মিন-এর ১৩৬ তম জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য

১৯৬১ সালে বরাক উপত্যকার শিলচরে বাংলা ভাষার জন্য শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সাধারণ ধর্মঘট ৯ জুলাই প্রচার চলছে জোরকদমে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের তারিখ ২০ মে থেকে পরিবর্তিত হয়ে ৯ জুলাই হয়েছে। তবুও প্রচার চলছে জোর কদমে। গলসী ১নং এরিয়া কমিটির পুরষা শাখার মাঝের পুল, স্কুলের পুল, ডিভিসির মোড়, ডিভিসি গেট, সিঙপুর,ভাষাপুর, সিজপুর, ভাসাপুল, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থানের ১২টি বুথের মানুষের মাঝে দেশজুড়ে ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার করা হয়েছে।
সিআইটিইউ মেমারি ১ পশ্চিম এরিয়া সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে ১৪ মে বিকেলে মেমারি বামুনপাড়া মোড়ে ধর্মঘটের সমর্থনে অবস্থান ও পথসভা হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন মনীষা চক্রবর্তী, সিআইটিইউ মেমারি সমন্বয় কমিটির সভাপতি বদ্রীচরন লাহা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সিআইটিউ বর্ধমান জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সনৎ ব্যানার্জী। এদিনের এই সভা পরিচালনা করেন কৃষক নেতা জয়দেব ঘোষ।

ডি ওয়াই এফ আই-এর রাজ্য সম্মেলনকে ঘিরে ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ মে : ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে সংগঠনের ২০তম রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে ১৮ মে দক্ষিণবঙ্গের আটটি জেলাকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হল দিনরাতের ফুটবল প্রতিযোগিতা জামালপুর ব্লকের রানাপাড়া ফুটবল মাঠে । ফুটবল প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উদ্দীপনা রয়েছে এলাকার মানুষের মধ্যে। এলাকার সাধারণ মানুষ খেলা পরিচালনার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রাক্কালে রানাপাড়া ফুটবল মাঠে জামালপুর ২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হলো তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা । জেলার বিভিন্ন প্রান্ত সহ জেলার বাইরেও বেশ কিছু জেলা থেকে
—এরপর চারের পাতায়

বাংলা সংবাদপত্রের জনক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৫ মে : পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের বহড়া গ্রামে ছাপাখানারডাঙ্গায় প্রতি বছরের মতই ১৫ মে মহাসমারোহে স্মরণ করা হল দেশীয় ভাষায় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি'-র সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যকে। বাঙ্গালী ও স্থানীয় মানুষ যখন এই মানুষটিকে ভুলতে বসেছিল তখনই ১৯৭৫ সালে দক্ষিণারঞ্জন বসু ও দাশরথি তা গঙ্গাকিশোরের বংশধর ভূপাল বন্দোপাধ্যায় কাটোয়ার তারকেশ্বর চট্টরাজ,দীপ্তিকুমার বন্দোপাধ্যায় সহ আরো অনেকে এই বহড়ায় এসে গঙ্গাকিশোরের স্মৃতিতর্পণ শুরু করেন। যা আজো অব্যাহত। গঙ্গাকিশোরের জন্ম তারিখ জানা যায় নি। বাঙ্গাল গেজেটির কোন সংখ্যাও পাওয়া যায় নি তাই বঙ্গাল গেজেটি-র প্রথম প্রকাশ কাল ১৮১৮ সালের ১৫ মে ধরেই তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। গঙ্গাকিশোরের কিছু উল্লেখযোগ্য বই হল এ গ্রামার ইন ইংলিশ এন্ড বেঙ্গলী, দায়ভাগ, গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী, চিকিৎসার্ণব, দ্রব্যগুণ, লক্ষীচরিত্র, চানক্যশ্লোক ইত্যাদি। গঙ্গাকিশোরের নামে কাটোয়া বাসস্ট্যান্ডের নামে করলেও সেখানে কোন সাইনবোর্ড নেই। বর্ধমানের প্রেসকর্ণার তার নামে রয়েছে,বহড়ায় তার নামে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। বহড়ায় তার জন্ম ভিটায় অতি প্রাচীন শিবমন্দির রয়েছে। সেখানে নিত্য পুজো হয়। একদশক আগে কালনা এসডিও গঙ্গাকিশোরের ভিটে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জড়িপ করে কাঁটাতারের বেড়া লাগিয়ে দেন। স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষে দীপঙ্কর চক্রবর্তী ও সম্পাদক দ্বারকানাথ দাস জানালেন, স্থানীয় বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের বিধায়ক ফান্ডের অর্থে একটি নতুন ঘর তৈরী করা হয়েছে। গঙ্গাকিশোরের যাবতীয় বই এখানে রাখা থাকবে। পাঠাগার হবে। গবেষকরা এখানে এসে উপকৃত হবেন। এই দিন বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কলকাতা, পূর্বস্থলী,নাদনঘাট সহ বিভিন্ন এলাকার সাংবাদিক, কবি, লেখক, গবেষকরা হাজির হয়ে গঙ্গাকিশোরকে নিয়ে আলোচনা করেন। স্থানীয় স্কুলের ছাত্রীরা গান, নাচ পরিবেশন করেন। বিধায়ক ও অতিথিরা গঙ্গাকিশোরের স্মৃতিস্তম্ভে মাল্যদান করেন।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২৫

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ জুলাই।
ইউনিকোডে কম্পোজ করে মেইল-তে লেখা পাঠান
sharadiyanc@gmail.com।

নতুন চিঠি

১৯ মে, ২০২৫

মাভৈ

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও তা চাপা দেবার মরিয়া সরকারি উদ্যোগের খেসারত দিচ্ছেন এরাজ্যের কয়েক হাজার স্কুল শিক্ষক। ঘুষ দিয়ে চাকরি কেনা অযোগ্যদের সঙ্গে তাঁদের এক বন্ধনীতে রেখেছে কর্তৃপক্ষ। তাই সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে বিনা পাপে গুরুদণ্ড হয়েছে তাঁদের — কষ্টার্জিত স্থায়ী চাকরি খুইয়েছেন এক ঝাঁক মেধাবী মানুষ গড়ার কারিগর। এখন নতুন করে যোগ্যতার প্রমাণ দেওয়ার মধ্যে যে অসম্মান লুকিয়ে আছে সে কথা বাদ দিলেও সেই নিয়োগ পরীক্ষায় সাফল্য বিষয়ে অনিশ্চয়তা আছেই, বিশেষ করে বর্তমান জমানায় যখন ন্যায় বিচার খুবই দুর্লভ। সরকারি অব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বিগ্ন শিক্ষকরা তাই পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যায়ের প্রতিকার বিক্ষোভ আন্দোলনকে তাঁরা নিয়ে গেছেন রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের অফিস 'বিকাশ ভবন'-এ।

স্বৈরশাসক বিরোধ বরদাস্ত করে না, দাঁত-নখ বার করে সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের টুঁটি টিপে নিজের অপশাসন কায়েম রাখতে চায়। এক্ষেত্রেও এ নীতির ব্যতিক্রম হয়নি। কসবায় শিক্ষককে লাথি মারার স্পর্ধা দেখিয়েছিল পুলিশ, বিকাশ ভবনে 'ন্যূনতম' বলপ্রয়োগ করে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের আহত, রক্তাক্ত করেছে উর্দিধারীরা। আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর পুলিশের সামনে চড়াও হয়েছে স্থানীয় শাসক পোষিত দুষ্কৃতীরা, পুলিশ আটকায়নি। যারা ঠাণ্ডা ঘরে বসে দুর্নীতির ছক কষে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয় না পুলিশ অথচ প্রতিবাদীদের ভিলেন বানাতে সাংবাদিক বৈঠক করে, এমন কী থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ না মানলে গ্রেপ্তার করার হুমকি দেবার নির্লজ্জতা দেখায়!

এক কথায় প্রকৃত অপরাধীকে আড়াল করা আর নিরপরাধ প্রতিবাদীকে শায়েস্তা করা বা ভয় দেখানো—এমন এক দুঃশাসন চলছে বর্তমানে এ রাজ্যে। আন্দোলনের নামে যে বিরোধী নেত্রী জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছেন দিনের পর দিন, সপার্ষদ বিধানসভায় ঢুকে ভাঙচুর করেছেন, তিনি সামান্য আন্দোলনে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন। তিনি ভুলে গেছেন, ন্যায় বিচারের স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার এ দেশে সংবিধানপ্রদত্ত। শাসক যত জনবিচ্ছিন্ন হয়, দমননীতিই তত হয় তার প্রধান অবলম্বন, কারণ জনসমর্থন প্রতিবাদীদের দিকে ঝুঁকতে থাকে। তাই শাসকের লাল চোখকে ভয় করলে চলে না। শুধু খেয়াল রাখতে হয়, আন্দোলনের অভিমুখ যেন ঠিক থাকে আর আন্দোলনকারীদের দাবি যেন গণদাবি হিসেবে মান্যতা পায়।

উনিশের চেতনা

শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

একটা সময় ছিল যখন উনিশে মে'র ভাষা সংগ্রামের কথা পশ্চিমবঙ্গে জানতো না কেউই। অবশ্য এমন একটা সময়ও ছিল যখন একুশে ফেব্রুয়ারির কথাও পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের খুব পরিচিত ছিল না। বাংলাদেশের সাথে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সুবাদে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানতে পারে একুশের কথা। উনিশের পরিচিতি খুবই সাম্প্রতিক কালের বিষয়। পূর্ব পাকিস্তানে একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তদানের মধ্য দিয়ে যেমন ভাষা সংগ্রামের পরিসমাপ্তি হয়েছিল, আসামের বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের মূল দাবি উনিশে মে'র আত্মত্যাগের পরও অর্জিত হয় নি। ফলে আসামের বরাক উপত্যকায় ভাষা সংগ্রাম উনিশ একষট্টির উনিশ-এ মে'র পর আরো তিনটি দশক জুড়ে অব্যাহত থেকেছে। আসামের বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রাম বললে শুধুমাত্র উনিশ একষট্টির উনিশ-এ মে'তে একাদশ শহীদের আত্মদানের ঘটনাকে বোঝায় না। উনিশ বাহাত্তর সালে আবার ভাষা আন্দোলন হয় তাতে প্রাণ দিয়েছিলেন বামপন্থী যুবনেতা, গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের তৎকালীন কাছাড় জেলার সহ-সভাপতি বিজন (বাচ্চু) চক্রবর্তী। ১৯৮৬ সালের আবার ভাষা আন্দোলন হয় যেখানে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন আরো দু'জন তরুণ, জগন্ময় দেব ও দিব্যেন্দু দাস। এই ঘটনার ঠিক দশ বছর পর বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে তীব্র ভাষা সংগ্রাম গড়ে ওঠে। সেই সংগ্রামে পুলিশের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দেন তরুণী সুদেষ্ণা সিনহা। ফলে দু'টি বিষয় শুরুতেই বলা জরুরি। এক, বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রাম মানে শুধুমাত্র উনিশো একষট্টি নয়। উনিশে মে মানেও শুধুমাত্র একাদশ ভাষা শহীদ দিবস নয়। এখন বরাক উপত্যকায় একষট্টি, বাহাত্তর, ছিয়াশি ও ছিয়ানব্বইয়ের মোট পনেরো জন শহীদের প্রতি একসাথে শ্রদ্ধা জানানো হয় উনিশে মে'র দিনে। যার জন্যে এই দিনকে বলা হয় ভাষা শহীদ দিবস। দুই, বরাক উপত্যকায় ভাষা সংগ্রাম শুধুমাত্র বাঙালিদের সংগ্রামও নয়। উনিশো একষট্টিতে আসামের সমস্ত ভাষাগোষ্ঠীর ওপর জোর করে অসমীয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে এবং অসমীয়া ভাষাকেই একমাত্র রাজ্যভাষা করার প্রতিবাদে আন্দোলন করতে গিয়ে বাংলা ভাষাকে অসমীয়ার পাশাপাশি রাজ্যভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টিই প্রধান দাবি ছিল, কিন্তু সেই ভাষা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। উনিশে মে'র গুলিচালনার পর আসাম বিধানসভা থেকে প্রথম যিনি পদত্যাগ করেন তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীভাষী নন্দকিশোর সিংহ। তাঁকে অনুসরণ করে পদত্যাগ করেন হিন্দিভাষী দ্বারিকানাথ তেওয়ারী, গৌরীশঙ্কর রায়। বঙ্গভাষী বিধায়করাও পদত্যাগ করেছিলেন। তবে কংগ্রেস দলভুক্ত এই সমস্ত বিধায়কদের কেউই বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে পদত্যাগ পেশ করেন নি, করেছিলেন দলীয় নেতার কাছে। অধ্যক্ষের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি থেকে নির্বাচিত বিধায়ক গোপেশচন্দ্র নমঃশূদ্র। উনিশে মে'র গুলিচালনার ঘটনা যে ভাষাগোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলকেই ক্ষুব্ধ করেছিল তার একটি প্রমাণ, এর প্রতিবাদে শিলং শহরে কুড়ি হাজার মানুষের যে মৌন মিছিল হয় তাতে যোগ দিয়েছিলেন হাজার হাজার খাসি রমণীরা। উনিশের সংগ্রামের এই বহুত্বের দিকটি অনুধাবন করতে পারলেই বোঝা যায় কেন বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ভাষার স্বীকৃতির সংগ্রামকেও বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হয়। আসলে উনিশের সংগ্রামটিই ছিল বহুত্বের সংগ্রাম। বহুভাষিক আসামে একমাত্র অসমীয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাংলা ভাষাকে রাজ্যের অন্যতম রাজ্যভাষার সংগ্রাম ছিল বহুত্বের দাবিই। ফলেই উনিশের ভাষা সংগ্রামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই ছয়ের দশকের শেষে বড়ো ভাষাগোষ্ঠীর আত্মশাসন ও ভাষার অধিকারের আন্দোলন গড়ে ওঠে। মনিপুরী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করার আন্দোলনও বেগবান হয়েছে উনিশের ভাষা সংগ্রামের অনুপ্রেরণায়। বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ভাষার স্বীকৃতির আন্দোলনও তাই উনিশের চেতনাসমৃদ্ধ লড়াই হিসেবেই স্বীকৃতি পেয়েছে বরাক উপত্যকায়।

ভাষা সংগ্রাম নিয়ে কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা ভারত ও বাংলাদেশের বাঙালিদের মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশের বাঙালিদের সিংহভাগের ধারণা পৃথিবীতে মাতৃভাষার জন্যে বুকের রক্ত দিয়েছে একমাত্র বাংলাদেশের মানুষই। আবার ভারতের বাঙালিদের মধ্যে যারা উনিশের বিষয়ে অবগত তাদের অধিকাংশই মনে করেন যে ভারতে মাতৃভাষার জন্যে বুকের রক্ত দিয়েছে একমাত্র বাঙালিরাই। পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষই জানেন না যে বাংলাদেশ বা আসামের বরাক উপত্যকা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলাতে বাংলাদেশ বা আসামের তুলনায় দীর্ঘতর সময় জুড়ে ভাষার সংগ্রাম হয়েছে। সেই সংগ্রামে কারো প্রাণহানি ঘটে নি, কিন্তু তা বলে সেই সংগ্রামের গুরুত্ব কমে না। তাছাড়া ভাষার সংগ্রাম শুধু বাঙালিরা করে নি, স্বাধীনতার আগে থেকেই ভাষা সংগ্রামের শুরু ভারতে। ১৯৩৭ সালে তৎকালীন মাদ্রাজ রাজ্যের সি, রাজাগোপালাচারীর সরকার বিদ্যালয় স্তরে হিন্দিভাষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রতিবাদে দেশের প্রথম ভাষা সংগ্রাম গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন দ্রাবিড় রাজনীতির পিতৃপুরুষ পেরিয়ার রামস্বামী। তিন বছর ব্যাপী এই আন্দোলনে তীব্র পুলিশি দমন পীড়ন হয়। ১৯৩৯ সালে পুলিশের গুলিতে দুই তামিল তরুণ প্রাণ হারান। এরাই ভারতের প্রথম ভাষা শহীদ। এই আন্দোলনের জেরে রাজাগোপালাচারী সরকার পদত্যাগ করে এবং ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সরকার হিন্দি চাপানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে। ১৯৬৪ সালে আবার ভক্তবৎসলমের নেতৃত্বাধীন মাদ্রাজের কংগ্রেস সরকার হিন্দি ভাষাকে বাধ্যতামূলক করার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং তার প্রতিবাদে আবার তীব্র ভাষা আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের আরো দুজন শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই তামিল রাজনীতির কেন্দ্রস্থল থেকে কংগ্রেসের নির্বাসন এবং দ্রাবিড় রাজনীতির উত্থান। তামিলনাড়ুতে ভাষার প্রশ্নটি এতটাই স্পর্শকাতর যে আজ প্রায় ছয় দশক পেরিয়ে যাওয়ার পরও কংগ্রেস তাদের হৃত শক্তি পুনরুদ্ধার করতে পারে নি। স্বাধীনতার পর ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন এবং রাজ্যভাষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে ভাষার প্রশ্নে অসংখ্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিভিন্ন রাজ্যে বহু মানুষ শহীদের মৃত্যুবরণ করেছে। ত্রিপুরায় বামপন্থীদের নেতৃত্বেই ককবরক ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে সংগঠিত মিছিলে পুলিশের গুলিচালনায় প্রাণ দিয়েছিলেন ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। আসামে যখন বরাক উপত্যকায় ভাষা সংগ্রাম গড়ে উঠছে, তার আগে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে ভাষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আন্দোলন, অস্থিরতা ও দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। প্রচুর মানুষ, মূলত বঙ্গভাষী প্রাণ হারায়। এই আন্দোলনের দাবি ছিল আসামে একমাত্র অসমীয়া ভাষাকেই রাজ্যভাষা করা এবং কোনো অবস্থাতেই অন্য ভাষাগোষ্ঠীকে ভাষার অধিকার প্রদান না করা। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার এই ভাষাদাঙ্গাকেও অনেকে ভাষা আন্দোলন বলে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাজনীতির দৃষ্টি থেকে এই আন্দোলনকে

—এরপর তিনের পাতায়

চিঠিপত্র

মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

ট্রাম্প-মাস্কের ঢালাও ছাঁটাই, বিপর্যস্ত জনপরিষেবা

ইলন মাস্কের পরামর্শে সরকারি দপ্তরের দক্ষতা বাড়াবার নির্দেশে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা, পারমাণবিক অস্ত্র দপ্তর, বার্ড ফ্লু এবং অন্যান্য গণস্বাস্থ্য দপ্তর এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের কর্মী ছাঁটাই করতে গিয়ে অর্থনীতি সহ সামাজিক পরিষেবাকেই চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছেন।

এখন পিছু হটতে বাধ্য হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছেন না ট্রাম্প। আমেরিকার ফেডারেল আমলাতন্ত্রকে আগাপাশতলা বদলে দিতে গিয়ে অভূতপূর্ব বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনে।

ফোর্ড স্কুল অব প্রাইভেট পলিসির একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক বলেন, এই ধরনের ছাঁটাই চূড়ান্ত বিবেচনাহীন সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। ওদের উচিত ছিল খুব সাবধানে প্রতিটি কর্মীর দায়দায়িত্ব এবং দক্ষতার বিষয়ে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করে এধরনের পদক্ষেপ নেওয়া।

এখন ঠেলা সামলাতে বাধ্য হয়ে অনেককে পুনর্বহাল করতে শুরু করেছে আমেরিকার সরকার। হোয়াইট হাউসের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারির বক্তব্যে তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। কেলী সংবাদমাধ্যমের কাছে বলেছেন, ''এখন প্রতিটি ছাঁটাইকে পুনর্বিবেচনা করে অনেককে পুনর্বহাল করার কাজ শুরু হয়েছে। খুব দ্রুত প্রশাসনের খোলনলচে বদলে দিতে গিয়ে এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রুটি হয়েছে।'' এলন মাস্কের ডি ও জিই এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

আসলে নির্বোধের মতো একবারে বহু কর্মী ও শ্রমিক কর্মচারীকে ছাটাই করার পথ গ্রহণ করার জন্য এই প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। কোনো কর্মচারী কী ধরনের দায়িত্ব পালন করেন সে বিষয়ে ন্যূনতম তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেনি ইলন মাস্কের 'দক্ষতা বৃদ্ধির দপ্তর।'

গত সপ্তাহে ন্যাশনাল নিউক্লিয়ার সিকিউরিটি এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ১৮০ জন কর্মীকে ছাঁটাই করার পর ২৮ জন বাদে সবাইকে পুনর্বহাল করতে বাধ্য হয়েছে ট্রাম্পের প্রশাসন।

এনার্জি ডিপার্টমেন্টের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন ট্রাম্প-মাস্কের এই ধরনের দ্রুত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ফলে এক ধরনের সর্বনাশা ভীতির আবহে পড়েছেন হাজার হাজার কর্মচারী।

আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার ১৪ ফেব্রুয়ারি গবেষণাগারের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত বার্ড ফ্লু সংক্রান্ত অনেক গবেষককে ছাঁটাই করার পর সাবাইকে পুনর্বহাল করতে বাধ্য হয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ন্যাশনাল অ্যানিম্যাল হেলথ ল্যাবরেটরি নেটওয়ার্কের ৬০ জন বিজ্ঞানী যাঁরা ব্লাড ফ্লু সংক্রান্ত নমুনা সংগ্রহ করেন, তাঁদের ছাঁটাই করা যে কত বড় মূর্খতা হাতে নাতে টের পেয়েছে ট্রাম্প-এলন মাস্কের সরকার। সবাইকে ফিরিয়ে নিতে হয়েছে।

শ্রমিক ইউনিয়নগুলি বিচারব্যবস্থার কাছে এই শ্রমবিরোধী নীতির জন্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। কিছু মামলায় জয়লাভ করলেও মার্কিনী বিচারব্যবস্থা এখনও কোনো কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি।

ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফেডারেল এমপ্লয়িজদের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর স্টিভ লেনকার্ট ১০,০০০ কর্মচারীর ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় এই ধরনের ছাঁটাইকে গণনিরাপত্তা বিরোধী পদক্ষেপ বলে নিন্দা করেছেন। এই ধরনের পদক্ষেপে মৌলিক শিক্ষাক ও প্রশাসনিক বুদ্ধিমত্তার লেশমাত্র নেই বলে মনে করেন স্টিভ লেনকার্ট।

প্রবীণ নাগরিক, কর্মচারী এবং সেনাকর্মীদের নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচির দপ্তর ডিপার্টমেন্ট অফ ভেটেরান এ্যাফেয়ার্সের ১০০০ জন প্রশিক্ষণরত কর্মচারীকে ছাঁটাই করার ফলে প্রবীণ নাগরিকরা সমস্ত পরিষেবার পরিসরে প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন।

রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বোনেভিল পাওয়ার এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ২০০ জন প্রযুক্তিবিদকে ছাঁটাই করায় বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে। এখানেও ইতিমধ্যে ৩০ জনকে পুনর্বহাল করা হয়েছে।

আশা করা হচ্ছে ট্রাম্প নিজেই নিজের থুথু গিলে নিয়ে এই সব গুরুত্বপূর্ণ গণপরিষেবা ক্ষেত্রে ঢালাও ছাঁটাইয়ের পথ থেকে সরে আসতে বাধ্য হবেন।

বিশ্বজিৎ সরকার, দক্ষিণ ধাদকা, আসানসোল-২

ভারতীয় সংবিধানের মূল ভিত্তি কাঠামোর চারপাশের পরিখা

বিশ্বজিৎ ঘোষ

প্রায় ২০০ বছর পরাধীনতার পর ইউনিয়ন জ্যাক-কে চিরতরে বিদায় দিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। এই স্বাধীনতার যেমন একটা ইতিহাস আছে, ঠিক তেমনি Republic India-র পরিচালনারও একটা সুনির্দিষ্ট ইতিহাস আছে। সেই পরিচালনার পোশাকি নাম সংবিধান।

সংবিধান হল রাষ্ট্র চালনার ক্ষেত্রে একটি লিখিত দলিল। যা স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা রাষ্ট্রকে নিয়মাবলীর মধ্যে থেকে রাষ্ট্রভার পরিচালনার পথ দেখাবে। ভারতীয় সংবিধান রচিত হওয়ার আগে প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রচালনার ক্ষেত্রে কৌটিল্য রচিত 'অর্থশাস্ত্র', মনু রচিত 'মনু সংহিতা' ইত্যাদি তৎকালীন রাষ্ট্রমূলক কাজকর্মের নির্ধারিত গাইডলাইন বুকের নিদর্শন পাওয়া যায়।

যাইহোক, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন ভারতে চরমপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রাম জোরালো হয়ে ওঠে অর্থাৎ ভারত যখন একটু একটু করে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যায় তখন থেকেই দাবি শুরু হয় রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য লিখিত দলিলের। যার ফলস্বরূপ ১৯২২ সালে গান্ধীজি গণপরিষদের দাবি ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে মানবেন্দ্রনাথ রায় গণপরিষদের গঠনের ব্যাপারে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কোনো কোনো সংবিধান বিশেষজ্ঞ মনে করেন এই মানবেন্দ্রনাথ রায়ই লিখিত সংবিধানের প্রথম আওয়াজ তোলেন বা তিনিই এবিষয়ের প্রথম পথপ্রদর্শক।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান দলিল রচনার জন্য গণপরিষদ গঠন করা হয়েছিল। গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসেছিল ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর। গণপরিষদের প্রথম কিছুদিনের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হন ডঃ সচ্চিদানন্দ সিনহা। পরবর্তীকালে স্থায়ী সভাপতি হন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। গণপরিষদের অনেকগুলো কমিটি ছিল। তারমধ্যে ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বি আর আম্বেদকর। অর্থ এবং মূল সারবস্তু কমিটির চেয়ারম্যান জওহরলাল নেহেরু। সাংবিধানিক উপদেষ্টার চেয়ারম্যান ছিলেন বি এন রাও।

ভারতের এই মূল সংবিধান সম্পূর্ণ হাতে লেখা হয়েছিল। হিন্দি এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই হাতের লেখই লেখা হয়। প্রেম বিহারীনারায়ণ রায়জাদা এই লেখার কাজটি করেন। প্রতিটি পাতায় নানা শিল্পকর্ম ছবি রয়েছে। যা সিন্ধু সভ্যতা থেকে বর্তমান সময়কালের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। এই ছবির কাজটি করেন নন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে তাঁর বিশেষ ছাত্রদল।

ভারতীয় সংবিধান রচনায় মোট ৬৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। মোট সময় লেগেছিল দুই বছর ১১ মাস ১৮ দিন। এই সংবিধান প্রণীত হয় ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯সালে। এই সংবিধান কার্যকরী হয়েছিল ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। ভারতের সংবিধান দাঁড়িয়ে আছে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা। সংবিধানের ভিত্তিপ্রস্তর দাঁড়িয়ে আছে কেন্দ্র রাজ্য সরকারের ক্ষমতা বন্টন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মাধ্যমে।

ভারতীয় সংবিধানের মূল কাঠামোর চারপাশের পরিখা আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই আলোচ্য বিষয় হিসাবে উঠে আসে সংবিধানের প্রস্তাবনা। ইংরাজিতে যাকে বলে preamble. এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবনার অর্থ হল মূল সংবিধানের মুখবন্ধ। ভূমিকা বা গৌরচন্দ্রিকাও বলা যায়। এই প্রস্তাবনাকে বহু সংবিধান বিশেষজ্ঞ soul of the constitution, spirit of the constitution বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রস্তাবনার অংশ পাঠ করলে বোঝা যায় ভারতের জনগণ নিজেরাই নিজেদের উদ্দেশ্য রাষ্ট্র চালনার একটা সুচিন্তিত এবং সুনির্দিষ্ট শপথবাক্য পাঠ করছে বা করেছে। তবে অনেক বিশেষজ্ঞই আবার এই প্রস্তাবনাকে সংবিধানের কার্যকরী অংশ মনে করেন না।

প্রস্তাবনাতে ভারত রাষ্ট্রের যে তাত্ত্বিক নীতি আদর্শ গঠনের কথা বলেছেন তা মনে রাখার সহজ উপায় হলো সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র। এছাড়াও এতে স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভাতৃত্বের কথা বলা হয়েছে।

৩৬৮নং ধারা অনুসারে সংবিধান সংশোধনের উপায় আছে। ভারতীয় সংবিধান সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় ব্যবস্থার এক সংমিশ্রণ। সংবিধান সংশোধন বলতে বোঝায় যুগের সঙ্গে তালমিলিয়ে সংবিধানের উন্নতি সাধন করা। তবে সংবিধানের মূল গঠন বা তাত্ত্বিক ভাবে বলতে spirit of constitution-কে কখনোই পরিবর্তন করা যায় না। এখনো পর্যন্ত যত সংশোধন হয়েছে—তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ৪২তম সংশোধন হল বৃহৎ সংশোধন। সেই জন্য এই সংশোধনকে ক্ষুদ্র সংবিধানও বলা হয়। এই সংশোধনেই সমাজতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি যুক্ত হয়।

তোমায় কিছু দেবো বলে

সুমিতা মুখোপাধ্যায়

হে নুতন দেখা দিক আর বার—আসে যায় প্রতি বছর, এই দিনটি। তবু চির নতুন রয়ে যায় হৃদয়ে। ২৩ বৈশাখ ১৩৪৮ সনে তার জন্মদিনকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন এই গান।

মনে পরে শিশু বেলায় আমাদের বাড়িতে বড়ো একখানা মালা রবী ঠাকুরের গলায় পরাত, আমার মা। সন্ধ্যায় পাড়ার ক্লাবে তারই গানের ছন্দে নেচে উঠতাম আমরা। তখন তেমন উপলব্ধি ছিল না এই বিষয়ে। যেনো শুধু একটা আনন্দ। যত সময় গেছে,বয়স বেড়েছে, তখন এই দিনটা একটা অন্য অনুভূতি নিয়ে আসে। কি আছে ওই মানুষটার মাঝে। যাকে না পড়লে যেনো সাহিত্যের পাঠ সমাপ্ত হয় না। তার গান অন্তরের সুখ, আনন্দ, বেদনা আন্দোলিত করে। শিশু বেলায় কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা-যেনো শৈশবের গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে। তাকে জানতে গেলে বুঝতে গেলে হৃদয়কে খুলে রাখতে হয়। শিশু যেমন মাকে জড়িয়ে মায়ের নামটি ধরে বেরে ওঠে, তেমনি আমরা সাহিত্য, সংস্কৃতি কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তারই ছত্রছায়ায়। বাঙালির ঘরের আনাচে কানাছে কখন যেনো তিনি বিস্তার করে ফেলেন প্রেম

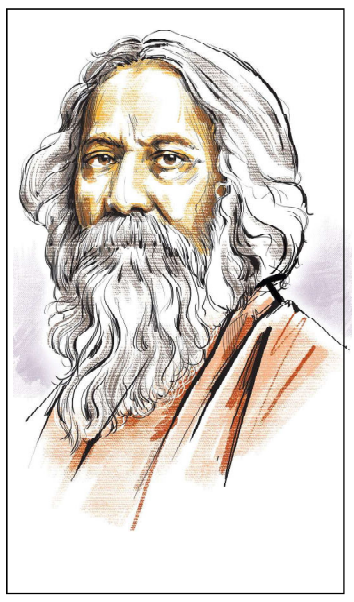

ঘন মোহ জাল।সেই মোহ জাল ভেদ করা বড়োই কঠিন। যে যত খানি তাকে উপলব্ধি করতে পারবে, সে তত খানি শান্তি খুঁজে পাবে তার বানিতে।তার গানের বাণীতেই বলতে পারি—তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথ হারা।

আমি ভাবি, আমরা কত অল্পে কাতর হয়ে উঠি। জীবনের মানে হারিয়ে ফেলি। অথচ ওই মানুষটির জীবনে দুখের বাঁধ ভেঙে পড়েছিল, তবু কত শান্ত অচঞ্চল ছিলেন তিনি। সারা জীবন সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। আবার তার কথায় বলি—"ওঠো রে মলিন মুখ চলো এইবার, এসোরে তৃষিত বুক রাখো হা হা কার।" এই মানুষটির স্মরণে এসো। দেখবে সমস্ত কষ্ট কখন ভুলে গেছো। তিনি আমাদের জীবনে গরমের দাবদাহে স্নিগ্ধ বারি ধারার মোতো। তিনি প্রতিদিন নতুন হয়ে দেখা দেন আমাদের জীবনে, আমাদের হৃদয়ে। তিনি চোখের সামনে না থেকেও কি ভীষণ ভাবে আছেন। আছেন আমাদের হৃদয়ে, আছেন আমাদের মননে।তা আমরা অনুভব করি পলে পলে। প্রতিটি প্রভাতে তিনি নতুন হয়ে ধরা দেন আমাদের কাছে। তাঁর জন্মদিনে তারই বাণীতে তাঁকে জানাই শ্রদ্ধা।।

"চির নুতনের দিল ডাক, পঁচিশে বৈশাখ।"

গুসকরায় সম্প্রীতি মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ মে, গুসকরা - রাজ্যের তৃণমূল সরকার এবং দেশের বিজেপি সরকার মানুষের সমস্যা ও দুর্দশা দূর করার কথা না ভেবে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে রেখে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বেকারদের হাতে কাজ, কৃষকের সমস্যা, রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বেহাল দশা এসবের বিরুদ্ধে মানুষ যাতে প্রতিবাদ সংগঠিত করতে না পারে তার জন্য তারা যুদ্ধের উন্মাদনাকে জিইয়ে রাখতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে সমস্ত সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে সচেতন থেকে শান্তি ও সম্প্রীতি, ভারতবর্ষের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে রক্ষা করতে, ১৮ মে গুসকরায় সিপিআই(এম) র উদ্যোগে যুদ্ধবিরোধি এক বিশাল শান্তি ও সম্প্রীতি মিছিল গুসকরা শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। শহর এরিয়া এবং গুসকরা পূর্ব এরিয়া এই দুই যৌথ কমিটির উদ্যোগে এই বিশাল মিছিল বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল থেকে শুরু হয়ে শান্তিপুর

বাস স্ট্যান্ড স্কুল মোড় হসপিটাল মোড় পৌরসভা অফিসের পাশ হয়ে গার্লস স্কুল বাজার রেলস্টেশন ঘুরে শিরিষ তলায় এসে শেষ হয়। পুরভাগে ছিলেন এরফান শেখ ও গৌতম রায়

উনিশের চেতনা

—*দুয়ের পাতার পর*

কোনোভাবেই ভাষা আন্দোলন বলা যায় না। ভাষা আন্দোলন গড়ে ওঠে কোনো একটি ভাষাগোষ্ঠীর নিজের ভাষা অধিকার অর্জনের জন্যে। কিন্তু অপর ভাষাগোষ্ঠীর মাতৃভাষার অধিকার হরণ করে তার ওপর কোনো ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার আন্দোলনকে কখনোই ভাষা আন্দোলনের স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।

ভারতের নানা প্রান্তে যে ভাষা আন্দোলন বা ভাষাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, এগুলো কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এমনকী গভীরভাবে দেখলে দেখা যাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনও ভারতের অন্যান্য প্রান্তের ভাষাকেন্দ্রিক রাজনীতির সাথে একসূত্রে গাঁথা। এর উৎস সন্ধান করতে গেলে আমরা পৌঁছে যাবো উনিশ শতকে এবং সেখানে দেখব ভাষার রাজনীতি কীভাবে ধর্মের রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত হয়ে আছে। বিষয়টি একটি সুবিস্তৃত নিবন্ধের দাবি রাখে। তবে পরিসরের সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেও দু'টি বিষয়ের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এক, ইউরোপীয় ভাষাকেন্দ্রিক জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়াকে ভারতে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা জনিত সমস্যা। দুই, ১৮৫৭ সালের প্রথম জাতীয় মহাবিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদীদের শাসননীতি। আরেকটি বিষয়ও হয়ত এখানে উল্লেখযোগ্য তা হল লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা বা জনগণের যোগাযোগের ভাষা এবং অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বা সরকারি ভাষার বিষয়। ব্রিটিশপূর্ব ভারতে মুঘল শাসনকালে সরকারি ভাষা ছিল ফার্সি। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ যে ভাষায় পরস্পর যোগাযোগ করতেন তাকে বলা হতো হিন্দুস্থানী। এই ভাষা বিভিন্ন মাতৃভাষা গোষ্ঠীর পারস্পরিক যোগাযোগের ফলে দেওয়া-নেওয়ার ফলে তৈরি হয়। একে কখনো খড়িবোলি বলা হত, কখনো হিন্দবী। ভারতে মুসলিম শাসন আসার আগে এই ভাষায় আরবি, ফার্সি, তুর্কি শব্দ সংযোজিত হয় নি। মুসলিম শাসনে এই লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা বা যোগাযোগের ভাষা আরো সমৃদ্ধতর হয় নতুন তিনটি ভাষার সাথে দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে। উর্দু বা হিন্দি বলে পৃথক দু'টি ভাষার কথা তখনও কেউ জানত না। জনগণের কথ্য ভাষা হিসেবে সমৃদ্ধতর হিন্দুস্থানীর পাশাপাশি এই প্রক্রিয়ায় ফার্সি ও ভারতীয় ভাষার সঙ্গমে সাহিত্যের যে ভাষাটি আত্মপ্রকাশ করে তাকে বলা হয় রেখতা। ফার্সি শব্দ রেখতার অর্থ মিশ্রন আবার ছড়ানোও। এখান থেকেই একাধিক ভাষার সঙ্গমে নতুন ভাষার জন্মবৃত্তান্ত বোঝা যায়। লেখক ও স্থান বিশেষে এই ভাষার সাহিত্য কখনো ফার্সি কখনো দেবনাগরী হরফে লিখিত হয়েছে। এই রেখতাকেই হিন্দি ও উর্দু দু'টি স্বতন্ত্র, কখনো পরস্পর বিরুদ্ধ ভাষা হিসেবে সামনে নিয়ে আসা হয় উনিশ শতকে। হিন্দি ও উর্দু বিভাজনও কখনোই ধর্মভিত্তিক ছিল না। এটা ছিল মূলত অঞ্চল ভিত্তিক। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা অনুভব করে যে ভারতবাসীকে বিভক্ত করতে না পারলে এখানে ঔপনিবেশিক শাসন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এর আগে ১৮০০ সালেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে হিন্দু ভারতীয়দের পাঠদানের সামগ্রী দেবনাগরী ও মুসলিম ভারতীয়দের পাঠদানের সামগ্রী ফার্সি হরফে তৈরি হবে। এখান থেকেই উর্দু বনাম হিন্দি অর্থাৎ হিন্দু বনাম মুসলিম রাজনীতির অঙ্কুরোদ্গম। ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের পর্বে ভারতের জাতীয় নেতারা ইউরোপের জাতিরাষ্ট্রের ধারণার দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ভারতকে একটি জাতিরাষ্ট্র হিসেবে গড়তে তারা ধরে নিলেন যে সারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে ইউরোপের মতই একটি ভাষার মাধ্যমে। সেখান থেকেই সামনে এলো হিন্দিকে ভারতের জাতীয় ভাষা হিসেবে ভাবার ভাবনা। এক ভাষা, এক জাতি এটাই ছিল মূলমন্ত্র। মুসলিম লিগের নেতৃত্বে ভারতের মুসলিম মধ্যবিত্তরা উর্দু ভাষাকে মর্যাদা দানের বিষয়টি সামনে আনলো। মহাত্মা গান্ধী বা নেতাজী এই উর্দু বনাম হিন্দি বিতর্কে দু'টি হরফে হিন্দুস্থানীকে জাতীয় ভাষার কথা বলেছিলেন। কারণ তখন হিন্দির সাথে হিন্দু এবং উর্দুর সাথে মুসলিম এই মেরুকরণ পর্ব চলছে। ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজে হিন্দি চাপানোর সিদ্ধান্তের পর প্রাদেশিক ভাষার বাস্তবতাটি প্রথম নজরে এলো। তবে জাতীয় রাজনীতিতে এর গুরুত্ব প্রদান হল না। বিষয়টা দাঁড়িয়ে গেল, একদিকে মুসলিমদের পৃথক জাতি হিসেবে পরিগণিত করে মুসলিম লিগের দ্বিজাতি তত্ত্ব আর অন্যদিকে দ্বিজাতি তত্ত্বকে প্রত্যাখান করে অখণ্ড ভারতের ধারণাকে তুলে ধরে কংগ্রেসের এক এবং অখণ্ড ভারতীয় জাতিত্বের তত্ত্ব। এই দু'টো ধারণাই যে ভুল। ভারত একজাতি বা দ্বিজাতির দেশ নয়, বরং বহুজাতির দেশ, এই বিষয়টি উপেক্ষিত হয়ে ইউরোপীয় জাতিরাষ্ট্রের ধারণার দ্বারা কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ দুইই পরিচালিত হল। স্বাধীনতার পর ভারত ও পাকিস্তান দু'টি দেশের সাংবিধানিক গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত বিতর্কের সূত্রে উঠে এলো দু'টি দেশেরই ভাষিক বৈচিত্রের বাস্তবতার বিষয়টি। উর্দুর ভিত্তিতে পাকিস্তানকে এক ভাষাকেন্দ্রিক জাতিরাষ্ট্র যেমন অসম্ভব দেখা গেল, অন্যদিকে হিন্দির ভিত্তিতে ভারতকেও এক ভাষাকেন্দ্রিক জাতিরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার সংকটটি সামনে এলো। পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি এই বহুভাষিকতার বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে একুশে ফেব্রুয়ারির আগে যে ইশতেহার প্রকাশ করে সেখানে পাকিস্তানের সমস্ত ভাষার সমমর্যাদার দাবি উত্থাপন করে। ভারতে সংবিধান গণপরিষদ আঞ্চলিক ভাষার স্বীকৃতির প্রশ্নে অষ্টম তপশিলের ধারণা নিয়ে আসে এবং সারা দেশের সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দি ও ইংরেজি প্রচলনের সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সময় আবার রাজ্যের অভ্যন্তরে ভাষিক বৈচিত্রের বাস্তবতা এবং ভৌগোলিক অসংলগ্নতার ফলে নির্দিষ্ট ভাষার ভিত্তিতে এক একটি রাজ্যকে পুনর্গঠনের সমস্যাও উঠে আসে। আসামের কাছাড় ও গোয়ালপাড়া অঞ্চলের ভাষাগত সমস্যা, কর্ণাটকের মারাঠীভাষী বেলগাম অঞ্চলের সমস্যা, মহারাষ্ট্রের তেলেগুভাষী শোলাপুর অঞ্চলের সমস্যা, মানভূম অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির আন্দোলন ইত্যাদি এরই নানা অভিব্যক্তি। এখনও রাজ্যভাষা নিয়ে যে আলাপ আলোচনা হয় সেখানে ইউরোপীয় জাতিরাষ্ট্রের ধারণার প্রভাব সুস্পষ্ট। যান্ত্রিকভাবে ইউরোপীয় ধারণার প্রয়োগ বহুভাষী ও বহুসংস্কৃতির ভারতে বারবার জাতিসমূহের ঐক্য ও সংহতির প্রক্রিয়ায় বাধাদান করেছে। উনিশের আন্দোলন বহুত্বের বিষয়টিকেই তুলে ধরেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের একুশের আন্দোলনও ভাষাগত বহুত্বের বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছিল। একইসঙ্গে ধর্মভিত্তিক জাতির ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে অসাম্প্রদায়িক বাঙালিত্বকেও প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ফলে আজকের সময়ে উনিশে মে পালন করতে গেলে জাতীয়তাবাদ, বহুত্ব এবং ধর্মীয় অন্ধত্বের রাজনীতিকে আলোচনার কেন্দ্রে না নিয়ে এলে উনিশ পালন সার্থক হতে পারে না। উনিশের চেতনা আসলে বহুত্বের চেতনা।

স্নাতক কোর্সে ভর্তির জন্য এসএফআই-এর হোয়াটস্‌অ্যাপ সহায়তা গ্রুপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ মে : এই শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে স্নাতক স্তরে ভর্তির জন্য অপেক্ষারত ছাত্রছাত্রীদের জন্য অ্যাডমিশন বডি নামে সহায়তা হোয়াটস্‌অ্যাপ গ্রুপ চালু করেছে এস এফ আই। যেখানে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা জেলা ও রাজ্যজুড়ে স্নাতক স্তরে ভর্তির জন্য সমস্ত রকম সহায়তা ও পরামর্শ পাবেন। নো ইয়োর সাবজেক্ট—'ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার কর্নার' ভবিষ্যতের চিঠি'সহ বিভিন্ন সুবিধা এই গ্রুপে দেয়া হবে যা স্নাতক স্তরে ভর্তি প্রার্থী ছাত্র ছাত্রীদের সহায়ক হবে। এছাড়াও এখানে থাকছে— জেলার প্রতিটা কলেজে ভর্তির বিষয়ে সহযোগিতা। জেলার বাইরের কলেজ গুলিতে ভর্তির জন্যেও থাকছে বিশেষ সহযোগিতা। জেলার কোন কলেজে কত সিট সেই বিষয়ে বিশেষ ব্রোশিওর। নিজের পছন্দ, মার্কস, লোকেশন ও খরচের ওপর নজর রেখে বেস্ট কলেজের সাজেশন। স্কলারশিপ, ফি ছাড় সহ বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত আপডেট। এ সংবাদ জানিয়েছে এস এফ আই পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি।

আদিবাসী ছাত্র জেলা কনভেনশন সফল করতে প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা : পূর্বস্থলী, ১৫ মে : ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা আদিবাসী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে পয়লা জুন। জামালপুর থানার মশাগ্রামে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশন সফল করার লক্ষ্যে প্রচারাভিযান চলছে। সংগঠনের পূর্বস্থলী ১ লোকাল কমিটির উদ্যোগে বোলডেডাঙ্গা আদিবাসী পাড়া সহ অন্যান্য জায়গায় চলে বাড়িবাড়ি প্রচার। এদিন সদস্য সংগ্রহ ও সম্মেলনের দেওয়াল লিখনও করা হয়। এই কর্মসূচি চলাকালীন আদিবাসী গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন— বোলডেডাঙ্গা গ্রামের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। ফলে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে পারুলিয়া ও বিশ্বরম্ভায় পড়তে যেতে হয়। স্বাভাবিক কারণেই গ্রামবাসীরা

শিশুশিক্ষা কেন্দ্রটি পুনরায় চালু করার জোরালো দাবি তোলেন। এই দাবির সঙ্গে সহমত পোষণ করে ছাত্র নেতারা বলেন-- গ্রামবাসীদের আন্দোলনের তারা পাশে বলিষ্ঠভাবে থাকবেন। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি প্রবীর ভৌমিক, জেলার আদিবাসী ছাত্র নেতা শ্যামল মুর্মু, কৌশিক সরকার, আজিউদ্দিন সেখ, সুভাষ সাহা প্রমুখ।

ব্রিজ সংস্কারের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা মেমারি ১৬ মে : দেবীপুর অঞ্চলের মোবারকপুর এলাকা, ধুসি নদী বাগিলা থেকে বেড়িয়েছে। ডিভিসি ক্যানেলের ব্রিজটা দীর্ঘদিন ধরে ভগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে। ওর মধ্যদিয়েই সাত আটটা গ্রামের মানুষকে প্রতিদিন এই ভাঙা ঝুলন্ত ব্রিজের উপর দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়ত করতে হয়। প্রায় দুর্ঘটনা ঘটে। স্কুল ছাত্রছাত্রীরা দুর্ঘটনার শিকার হয়। ব্রিজের মধ্য দিয়ে যাওয়া আসার সময় পাশ দিতে গেলে এর থেকে যে কোন সময় বড় সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সিপিআই (এম)-এর বর্ষীয়ান নেতা শংকর কর্মকার তিনি জানান এই ব্রিজের বয়স প্রায় ৩০-৪০ বছর। প্রশাসন ও স্থানীয় পঞ্চায়েতকে বহুবার জানানো হয়েছে কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। এলাকার মানুষ চায় ব্রিজটি যাতে খুব তাড়াতাড়ি নতুন করে সংস্কার করে তৈরি করা হোক এবং দুর্ঘটনা এড়াতে ব্রিজের দু পাশে গার্ডওয়াল দেওয়া হোক, ব্রিজটা চওড়ায় বড় হোক ও ব্রিজ সংলগ্ন রাস্তারও সংস্কার হোক।

ফুটবল প্রতিযোগিতা

—প্রথম পাতার পর

প্রতিযোগিরা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষের ছিল ব্যাপক উৎসাহ। ব্যাপক সাধারণ মানুষ এসে উপস্থিত হন রানাপাড়া ফুটবল মাঠে। প্রতিযোগীরা ও এলাকার সাধারণ মানুষ এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য অভিনন্দন জানান ডি ওয়াই এফ আই এর সংগঠকদের । প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জি । তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা ও সংগঠনের ২০ তম রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে ফুটবল প্রতিযোগিতা কে কেন্দ্র একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় জামালপুর ২ লোকাল কমিটির উদ্যোগে। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন মীনাক্ষী মুখার্জি। একশোর বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন তীরন্দাজী প্রতিযোগিতায় ।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

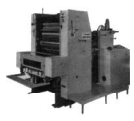

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 7908059947 (Fazlul), 8918256074 (Madhu)

E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৮ মে : সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের কালনা শহর আঞ্চলিক কমিটির কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কালনা শহরের জিউধারায় অনুষ্ঠিত কনভেনশনে প্রতিবেদন পেশ করেন--বাস্তুহারা নেতা গৌতম সাহা। এই কনভেনশনের প্রতিবেদনের দাবিগুলোকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন-- মানিক লাল রায়, কিশোর মাঝি, প্রশান্ত দাস প্রমুখ। শেষে তপন ভৌমিককে সভাপতি এবং গৌতম সাহাকে সম্পাদক করে কালনা আঞ্চলিক কমিটির ১৮ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

রেলযাত্রী সমিতির বিক্ষোভ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ মে : হাওড়া-কাটোয়া সুবারবান প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন উদ্যোগে কাটোয়া ব্যান্ডেল রেললাইনের নান্দাই হল্ট স্টেশন চত্বরে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নান্দাই স্টেশন চত্বরে রেল দপ্তরের সাবওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই এদিনকার এই বিক্ষোভ সভা। আয়োজক সংস্থার অন্যতম নেতা মতিলাল চক্রবর্তী ও অমিয় সিংহরায় বলেন-- এখানে সাবওয়ে নির্মিত হলে বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়বেন।

অবৈধ ভাবে বেহুলা নদীর পাড়ের মাটি কাটার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা মেমারি ১৭ মে : অবৈধ ভাবে বেহুলা নদীর পাড় কেটে মাটি ও বালি বিক্রির অভিযোগ মেমারিতে। জানা যায় মেমারি ১ ব্লকের অন্তর্গত গোপগন্তারপুর-২ অঞ্চলে বেহুলা নদীর পাড় সংলগ্ন এলাকার হরিরামপুরে সেচ খালের বাঁধ কেটে মাটি ও পুকুর থেকে বালি তুলে বিক্রি করছে এক দল দুষ্কৃতীরা। এলাকাবাসীদের বিষয়টি নজরে আসতেই মেমারি ১ ব্লক অফিস ও ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে অভিযোগ জানানো হয়। স্থানীয়দের কাছে জানা যায়, এলাকার কিছু মাটি কারবারী অবৈধ ভাবে জেসিবি দিয়ে মাটি কেটে ট্রাক্টরে করে মাটি বিক্রি করছে। মেমারি ১ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিক রেখা মন্ডল বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পরই তিনি তদন্ত শুরু করেছেন। ভূমি রাজস্বের আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ড. সুকৃতি ঘোষাল প্রণীত 'তার্কিক' পাওয়া যাচ্ছে 'নতুন চিঠি' পত্রিকা দপ্তর এন.বি.এ কলকাতা ও তার বিভিন্ন শাখায়।

মূল্য : ১৫০ টাকা।

আশা দিদিমণিরা আশা জাগালেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৭ মে : সম্পূর্ণ আশা দিদিমণিদের উদ্যোগে এক সাপে কাটা রোগীকে ওঝাবাড়ি থেকে উদ্ধার করে তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনাটি ঘটেছে-- ১৬ মে দুপুরে পূর্বস্থলী হাসপাতালের সন্নিকট। কালীবুড়ি রাজবংশী নামের এক মহিলাকে এদিন সাপে কামড়ালে তাকে পূর্বস্থলী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করেন। কিন্তু রোগীর লোকজন এতই আর্থিক ভাবে দুর্বল যে, পয়সার অভাবে তাকে সুদূর কালনা হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেননি। তারা নিকটবর্তী একজন ওঝার কাছে নিয়ে যান। কিন্তু ওঝার ঝাড়ফুঁকে কোন কাজ হয়নি, বরং তার পা ফুলে আরো অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই খবরটি স্থানীয় আশা কর্মী তনুশ্রী ঘোষাল, সঞ্চিতা মুখার্জী, বিদিশা রায়, পূর্ণিমা দাস চক্রবর্তী ও মৌসুমী মজুমদারদের কাছে পৌঁছায়।

সঙ্গে সঙ্গে তারা ওই রোগীর বাড়িতে গিয়ে তাকে কালনা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এই ব্যাপারে ১০২ অ্যাম্বুলেন্স পেতে সহায়তা করেন এএনএম শিবানী ঘোষ। বিনা পয়সায় সরকারি এম্বুলেন্সে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা ছাড়াও নিজেদের থেকে পয়সা তুলে ওই রোগীকে কিছুটা আর্থিক সাহায্যও করেন তাঁরা। খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে-- কালনা হাসপাতালে ওই রোগীর চিকিৎসা শুরু হয়েছে এবং মোটামুটি কিছুটা সুস্থ হয়েছেন।

পেনশনার্স সমিতির আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ মে : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেনশনার্স সমিতি পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার আহ্বানে 'নরেন গুপ্ত' জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচক ছিলেন শিক্ষাবিদ অরিন্দম কোনার। আলোচ্য বিষয় 'যুক্তিবাদ - বিজ্ঞান মনস্কতা ও সাম্প্রদায়িকতা' আন্তর্জাতিক মে দিবস উপলক্ষে 'নয়া শ্রমকোড দাসত্বের শৃঙ্খল' উপর আলোচনা করেন রাজ্য কো - অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ দাস। আলোচনা সভা পরিচলনা করেন বাদল চ্যাটার্জী, সভায় ১৯ জন মহিলা সহ শতাধিক কর্মী - সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

সি পি আই (এম) দরদীর জীবনাবসান

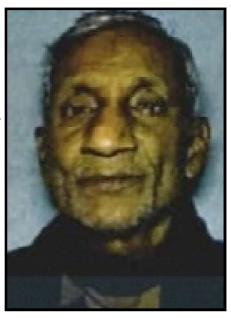

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ১৫ মে : সিপিআই (এম)-এর এলাকার ঘনিষ্ঠ দরদী রফিউললাহ ওরফে চাদু জীবনাবসান হয়েছে। গত তিনি গুরুতর আহত হন। বেসরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসারত অবস্থায় ১৪ মে ত্যাগ করেন। এদিন ময়নাতদন্তের পর তার ন'টায় আনা হয়। তার মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটি চৌধুরী মহম্মদ ভাইয়ের (৮১) ১৪ এপ্রিল সড়ক দুর্ঘটনায় তাকে কলকাতার একটি ভর্তি করা হয়। সেখানে সন্ধ্যায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস সেখানে মৃতদেহ কুলুট গ্রামের বাড়িতে রাত্রি মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন—সিপিআইএমের মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক ওসমান গনি সরকার। তিনি প্রাক্তন বিধায়ক চৌধুরী মহম্মদ হেদায়েতুল্লাহের মেজদা ছিলেন। তিনি আওয়াজ সংগঠনের মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির সহ সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা ও নাতি-নাতনীকে।

সি পি আই (এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ মে : সিপিআইএমের কালনা ২ এরিয়া কমিটির অন্তর্গত ময়নাগুড়ি শাখার সদস্য কালো ক্ষেত্রপালের (৫২) জীবনাবসান হয়েছে। বেশ কয়েক মাস ধরে দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে এসে শেষ শ্রদ্ধা জানান--তপন মুখার্জী, গুরুপদ ব্যানার্জী, অনুপ গোস্বামি, মিতালী মুখার্জী, আকবর শেখ প্রমূখ। কালনা শ্মশানঘাটে তার শেষকৃত্য সমাধা হয়। মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে বর্তমান।

নতুন চিঠি প্রকাশিত

কিছু গ্রন্থ যা পাওয়া যাচ্ছে

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত

বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ

মূল্য : ৩০০ টাকা

ড. শান্তনু কুমার ঘোষ প্রণীত

প্রকৃতি, মানুষ ও বিবর্তিত বাজার ব্যবস্থা

মূল্য : ২০০ টাকা

কাজি আব্দুল করিম সম্পাদিত সদ্য প্রকাশিত

জননেতা রামনারায়ণ গোস্বামী

মূল্য : ৩৮০ টাকা

এছাড়াও আমাদের সঙ্গে যুক্ত লেখকদের গ্রন্থও পাওয়া যায়আমাদের দপ্তরে

নতুন চিঠি

৬২, বি.সি. রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমান-৭১৩১০১

এছাড়াও পাবেন এনবিএ কলকাতা ও তার বিভিন্ন শাখায়

Editor : Jyotirmay Bhattacharya, Printed & Published by Dinesh Jha on behalf of Natun Chithi Trust from 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Printed at Sadhana Press 11, J. B. Mitra Road Burdwan-713104, Dist. Purba Bardhaman, Mobile : 9434251586,
Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-